R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
১২ই জুন, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

দুই শহরের উন্নয়ন কাজে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ পুরপতি মানতে নারাজ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার গঙ্গার দুই পারের দুটি শহর—রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে মোট কুড়িটি ওয়ার্ড। জঙ্গিপুরে বারোটি ও রঘুনাথগঞ্জে আটটি। তবে রঘুনাথগঞ্জে বেশীর ভাগ অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, থানা, মহকুমা শাসক ও পুলিশ প্রশাসকের দপ্তর, হেড পোষ্ট অফিস, সিনেমা হল, অধিক সংখ্যক বাস যাতায়াতকারী অস্থায়ী বাসষ্ট্যাণ্ড এমন কি খোদ পৌরভবন পর্যন্ত অবস্থিত। অপরদিকে জঙ্গিপুরে কেবলমাত্র ডিগ্রী কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ তেমন কোন সরকারী বা বেসরকারী দপ্তর নাই। তাই প্রত্যেক দিন গোটা মহকুমার মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে এই রঘুনাথগঞ্জকেই বেশী ব্যবহার করেন। পৌর বোর্ড বামফ্রন্টের পরিচালনাধীন এবং পুরপতি সিপিএমের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, যিনি জঙ্গিপুর পারের বাসিন্দা। ঠিক সেই কারণেই কিনা বলা কঠিন, তবে জঙ্গিপুর শহরবাসীদের পুর এলাকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে পুরপতি যতটা তৎপর ততটা রঘুনাথগঞ্জের ক্ষেত্রে নন বলে পুর নাগরিক তথা রঘুনাথগঞ্জের বাসিন্দা কিছু কমিশনার অভিযোগে সোচ্চার হয়েছেন। এ তথ্য প্রমাণ করতে তাঁরা দুটি শহরের উন্নয়নমূলক কাজের তুলনামূলক খতিয়ান তুলে ধরেন। তবে খোদ পুরভবনে বসেই পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য আমাদের প্রতিনিধির কাছে এ ধরনের বিমাতৃসুলভ কাজের অভিযোগের তীব্র বিরোধীতা করেন। তিনি বলেন, গত বছর পুরসভার ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা যে স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করি তাতে দু'পারে কোথায় কত টাকার কাজ হয়েছে তার সবিস্তার উল্লেখ করেছি। তবে তিনি এ কথাও স্বীকার করেন, যে রঘুনাথগঞ্জ পারে জলট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বাসষ্ট্যাণ্ড বা মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরী করার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের যেমন বাধা পেয়েছি বা পাচ্ছি, তেমন বাধা জঙ্গিপুরের ক্ষেত্রে পাইনি। তাই হয়তো জঙ্গিপুর পারে উন্নয়নমূলক কিছু কাজ আগেই শেষ করতে পেরেছি বা পারবো। জঙ্গিপুরে জলট্যাঙ্কের ও পাইপ লাইন বসানোর কাজ শেষ। জলসরবরাহ যে কোন দিন শুরু হবে। অথচ রঘুনাথগঞ্জে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করতে ডোনেশন দিতে হচ্ছে

জঙ্গিপুর ঃ স্কুলে আসন সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় চতুর্থ শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে নিজেদের পুত্র কন্যাদের ভর্তি করতে অভিভাবকরা অসুবিধায় পড়েছেন। স্কুল কর্তৃপক্ষও এ অবস্থার মোকাবিলায় ভর্তি পরীক্ষা চালু করেছেন যারা ভর্তি হতে পারছে তারা ভাগ্যবান। কিন্তু স্কুলের স্বল্পতা হেতু বহু ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভিভাবকদের অভিযোগ শুধু তাই নয় রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করার সময় ডোনেশন নেওয়া হচ্ছে! অপরদিকে শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও নবম শ্রেণীতে এত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছেন যে সুষ্ঠুভাবে পড়াশুনার জন্য সপ্তাহে তিনদিন করে দুটি শিফট চালু করার কথা চিন্তা ভাবনা করছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে শহরে চাঞ্চল্য

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৮ জুন স্থানীয় গোডাউন কলোনীর প্রাণকৃষ্ণ হালদারের কনিষ্ঠ পুত্র পরমেশ হালদারের (২০) অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শহরে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। খবর ঐ দিন সকালে পরমেশ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরেনি। ঐদিন সন্ধ্যেয় তার অচৈতন্য দেহ আহিরণ ফরেষ্টের সিআইএসএফ ক্যাম্পের কাছে পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলের কয়েকজন বাসিন্দা এবং সিআইএসএফের জোয়ানরা পরমেশকে একটি ভটভটিতে তুলে দেয়। সদরঘাটে পৌঁছেই পরমেশের মৃত্যু হয় বলে খবর। ছেলেটির কাছে একটি নীল ব্যাগ, একজোড়া চটি, একটি সাইকেল এবং ব্যাগে দুটি কীটনাশকের শিশি ও ডি এন কলেজের আইডেন্টিটি কার্ড পাওয়া যায়। স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

ধুলিয়ান পুরবোর্ডের টালমাটাল অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্তমানে ধুলিয়ান পুরসভা দুই সিপিএম সমর্থিত পুরপতি ও উপ পুরপতি নিয়ে গঠিত। সদস্য সংখ্যা রয়েছে মোট ১৯ জনের মধ্যে সিপিএম ৭, সমর্থিত নির্দল ২, ফঃ ব্লক ১, সর্বমোট ১০ জন। অপরদিকে কংগ্রেস ৪, বিজেপি ৩ মোট ৭ এবং আরএসপি ২ (বাম সমঝোতা ছিল না), যাঁরা এখন বামকে বাইরে থেকে সমর্থন দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে ৩নং ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার আতাউর রহমান মারা যাওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন হচ্ছে। এখনও ভোটের দিন নির্দিষ্ট না হলেও বর্তমান সাধারণ নির্বাচনোত্তর হাওয়ায় যদি কংগ্রেস জেতে এবং ফঃ ব্লক সমর্থন (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

॥ মন্ত্রীর বিস্ময় ॥

শিরোণামটি এক দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদাংশ। শ্রীবীরেন মৈত্র যিনি পশ্চিমবঙ্গে নয়া বামফ্রন্ট জমানার নূতন কৃষিবিপণন মন্ত্রী, বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই বিস্ময় আলু ঘটিত। আলুর দর বৃদ্ধিতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে মহাকরণে তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, হুগলির পুরশুড়ায় যদি চন্দ্রমুখী আলুর দর কিলো প্রতি চারি টাকা হয়, তবে তাহা কলিকাতায় সাত টাকা সাড়ে সাত টাকা হইবার কারণ কী। মন্ত্রী মহোদয় ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তিনি আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি তাঁহার দপ্তরকে নাকি নির্দেশ দিবেন যেন আলুর বাজারদর বিষয়ে প্রাত্যহিক রিপোর্ট তাঁহার অবগতিতে থাকে।

অভিজাত-অনভিজাত-ধনী দরিদ্র সর্ব শ্রেণীর মানুষের কাছে আলুর চাহিদা যথেষ্ট। ধনী আলুর আদর করেন ব্যঞ্জনাদির স্বাদ বৃদ্ধির জন্য এবং রন্ধনে বিভিন্ন পদসৃষ্টির ক্ষমতার জন্য। দরিদ্রের কাছে আলুর আদর এই জন্য যে, রন্ধনে ইহার আয়তন কমিয়া যায় না। বেগুন, পটোল, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি যেমন কমিয়া যায়, ইহার তাহা হয় না। তাহা ছাড়া শুধুমাত্র সিদ্ধ আলু সহযোগে আহারকার্য দরিদ্র মানুষ সারিতে পারেন। ইহার রন্ধনে তেমন তেলমশলার প্রয়োগ তাঁহারা না করিলেও অসুবিধা বোধ করেন না। এই জন্য সর্বস্তরের মানুষ বাজারের থলিতে কিছুটা আলু অবশ্যই সংগ্রহ করেন।

কোনও পণ্যের দরের বৃদ্ধি বা হ্রাস উহার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। আলুর চাহিদা ত রাজ্যে পূর্বাপর একই রহিয়াছে; যোগানেরও হেরফের হয় নাই বা উৎপাদনও ব্যাহত হয় নাই। তথাপি ইহার দরবৃদ্ধি অবশ্যই সকলকে ভাবাইয়া তুলিবে।

সাম্প্রতিক নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের কৃষিবিপণন ও কৃষিদপ্তরে আলুকাণ্ডে আলুথালু অবস্থার উপক্রম হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে অবস্থা কাটিয়া যায়। কিন্তু আবার আলু প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। অবশ্য এইবার পূর্বের নিদ্রালু-তন্দ্রালু-ভাবালু অবস্থা বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। মন্ত্রী-সচিব পর্যায়ের কলহ-কোন্দল যেন কোনও ভাবেই না হয়, সে সম্পর্কে নূতন কৃষিবিপণন মন্ত্রী যথেষ্ট সজাগ। ইহারই একটি অঙ্গ হিসাবে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কৃষি দপ্তর এবং কৃষিবিপণন দপ্তর পৃথক পৃথক স্বাধীন দপ্তর হওয়া উচিত। তাহা না হইলে কাজের নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। নূতন কৃষি বিপণনমন্ত্রী তাঁহার পূর্বসূরীর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বিষয়টি ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। যাহা হউক আলুর দর বৃদ্ধির ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয়ের বিস্ময় যাহাতে আশু দূরীভূত হয় অর্থাৎ আলুর দর যাহাতে স্বাভাবিক হয়, সেই জন্য আমরা আশায় রহিয়াছি।

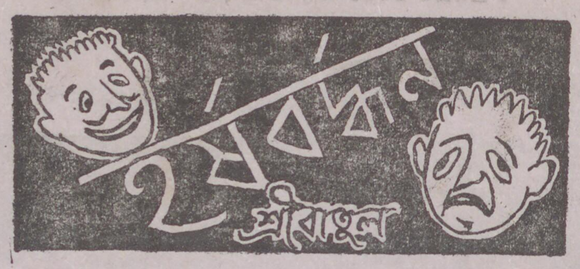

বরানগরে যে বিস্ফোরণ হল, তার বিষয়ে কী বলেন?

—হরির মার, কে রুখবে?

*

কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আশু চিন্তা কি আস্থাভোট?

—দূর মশাই, আস্থাভোট নিয়ে ভাববার কী আছে? যুক্তফ্রন্ট সরকার নানা দলের শক্তিতে গঠিত তিলোত্তমা! দেবী চণ্ডীর মত অসুরবধে (বিজেপি) অবতীর্ণ। হ্যাঁ, চিন্তা একটা আছে বৈকি। তা হচ্ছে বিজেপি জমানায় সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণ যা সংশোধন করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি হিসেবে চালাবার রাস্তা মিলছে না; আবার সংসদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ না জানানোও অন্যায়।

*

খবরে প্রকাশ, পাক প্রধানমন্ত্রী ভারত-পাক বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন।

—বিজেপি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ফলশ্রুতি।

*

প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া নাকি জ্যোতিষীর পরামর্শ ও ভূতের ভয়ে নতুন বাড়ীতে যেতে চাইছেন না।

—জ্যোতিষী-ভূত প্রতিবন্ধকতা!

*

সুব্রত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা হতে চেয়েছেন। —সংবাদ।

মুস্কিলে পড়ল মমতা-শিবির।

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্‌বাণী

অসীমকুমার মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা নাটক প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায় বহু ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন; তার মধ্যে খুব গুরুতপূর্ণ দু-একটা বাণী এখানে তুলে ধরব। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেখতে পাননি। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রচণ্ড হতাশার মধ্যেও তিনি 'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮ বৈশাখ) প্রবন্ধে বলেছিলেন—'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যে সার্থক তা না বললেও চলে।

১৯৩০ সালে রাশিয়া গিয়ে সেখানকার বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আধুনিক যন্ত্র দিয়ে যৌথ খামারে কৃষিকার্যের ব্যবস্থা, সকলের শিক্ষা, চিকিৎসা, অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা, শিল্পের উন্নতি প্রভৃতি লক্ষ্য করে আনন্দে অভিভূত হন এবং বলেন শান্তিনিকেতনে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন ওরা এখানে সেটাই করে ফেলেছে। তাই রাশিয়া দর্শনকে তিনি তীর্থদর্শন বলেছেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করার এই যে তিনি ওদের ব্যবস্থাপনার শুধু ভালো নয়, মন্দ দিকটাও লক্ষ্য করেন এবং বলেন—'সে-জন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে! সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ভেঙে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।' ১৯৯১ সালে যখন রাশিয়া ভেঙে তছ্‌নছ হ'লো তখন খুব বেশি করে বারবার তাঁর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী আমার মনে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই বাণীকে গুরুত্ব দিলে বোধ হয় রাশিয়ার এ পরিণতি ঘটতো না। রাশিয়া ভ্রমণের দু'বছর পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'কালের যাত্রা' (১৯৩২)। এই নাটকে তিনি বলেছেন পূর্বে এ দেশ পরিচালিত হয়েছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারা। তারপর এসেছে গণতন্ত্র বা আধা ধনতন্ত্র। এ যুগে এদেশ পরিচালিত হয়েছে বৈশ্য বা ধনী ব্যবসায়ীদের দ্বারা। রাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের যুগে শোষিত ও নিপীড়িত হয়েছে শূদ্র অর্থাৎ দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, অথচ বিশ্বসভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই শ্রমের উপর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শোষিত হতে হতে এমন একদিন আসবে যেদিন ওরা বিদ্রোহ করবে এবং রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা যাবে তাদেরই হাতে। এ কথা বলেই কিন্তু তিনি (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভবিষ্যদ্‌বাণী (২য় পৃষ্ঠার পর)

থামেননি। তারপর কি হবে? তাঁর ভবিষ্যদবাণী "তার পরে কোন্—একযুগে কোন্—একদিন আসবে উল্টো রথের পালা। তখন আবার নতুন যুগে উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝা পড়া।" এখন রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, কেরল প্রভৃতি রাজ্যে চলছে সেই উল্টোরথের পালা এবং উঁচুতে নিচুতে বোঝাপড়া।

পুরপতি মানতে নারাজ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জল ট্যাঙ্ক নির্মিত হলেও পাইপ লাইনের কাজ সামান্যই এগিয়েছে বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে পুরপতি বলেন রঘুনাথগঞ্জে পাইপলাইন বসানোর কাজ আমরা পঞ্চাশ শতাংশ করে ফেলেছি। পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের এক্সিকুটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে রঘুনাথগঞ্জের জলপ্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে গত ৩ এপ্রিল '৯৬ পুরপতি যে চিঠি দেন তার কপি আমাদের প্রতিনিধিকে দেখিয়ে বলেন, এই প্রকল্পের স্কীম প্রোপোজাল রেডি এবং মে '৯৬ মাসের মাঝামাঝি কাজ আবার শুরু হবারও কথা ছিল। এছাড়া জঙ্গিপুরে বাসষ্ট্যাণ্ড ও মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজও সমাপ্তির মুখে। পুরবাসীদের অভিযোগ জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে সারাদিনে গুটিকয়েক বাস ছাড়ে। অথচ সেটির কাজ আগেই শেষ হয়ে গেল। একটা লিচুবাগানকে পুরসভা বেশ কিছু টাকায় কিনে সেখানে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরীর কাজেও হাত দিয়েছে। অথচ রঘুনাথগঞ্জে পিডব্লুডি বাসষ্ট্যাণ্ডের জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেও তার কাজে পুরসভা গড়িমসি করছে। রঘুনাথগঞ্জে ফুলতলায় মার্কেট কমপ্লেক্সের জন্য নির্দ্ধারিত জায়গা পড়েই থাকল। পুরসভা কর্তৃক সেই উদ্দেশ্যে লাগানো বোর্ড ও শোভা পাচ্ছে বহুদিন। সেটির টেণ্ডার করা, প্ল্যান-এষ্টিমেট এমনকি নকশা তৈরী করেও তার কাজ শুরু হচ্ছে না। ব্যাসষ্ট্যাণ্ড ও মার্কেট কমপ্লেক্সের ব্যাপারে পুরপতি বলেন, রঘুনাথগঞ্জে ঐ দুই প্রকল্পের ব্যাপারে জমি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেটা জঙ্গিপুরে হয়নি। বাসষ্ট্যাণ্ডের জমি পাওয়া নিয়ে পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে বহুদিন টালবাহানা চলেছিল। তবে সে সমস্যা এখন মিটে গেছে, শীঘ্রই বাসষ্ট্যাণ্ডের কাজে হাত লাগানো হবে। অন্যদিকে ফুলতলায় জলাশয়ের ওপর যেখানে মার্কেট কমপ্লেক্স করার কথা ছিল সে জায়গাটিকে পুরসভা বাতিল করে দিয়েছে। কারণ, রঘুনাথগঞ্জে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরীর ব্যাপারে ৮৫ লক্ষ টাকা যে ব্যয় ধরা হয়েছিল, সেখানে ঐ পুকুর থেকে পাঁক তুলে তারপর কিছুটা স্যাণ্ডফিলিং করে কলাম তুলে ঘর তুলতেই প্রকল্পের জন্য নির্দ্ধারিত টাকার অর্দ্ধেকটাই খরচ হয়ে যাচ্ছিল। অন্য জায়গার খোঁজ চলছে বলে পুরপতি জানান। এ ব্যাপারে স্থানীয় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ মার্কেট কমপ্লেক্সে ঘর ভাড়া নেবার জন্য পুরসভাকে কমপ্লেক্স নির্মাণে ঋণ দিতেও এগিয়ে এসেছিল বলে জানা যায়। এছাড়া পুরসভার উন্নয়ন প্রকল্পে যে টাকা আসছে তা আই ডি এস প্রোজেক্টের টাকা বলে জানা যায়। আবার স্থানীয় সদরঘাটে পুরসভার পক্ষ থেকে যে লজটি নির্মাণ করা হয়, সেটির উদ্বোধনের পূর্বেই দেওয়ালে ফাটল দেখা যাচ্ছে ও প্লাষ্টার খসে পড়ছে বলে এলাকার মানুষ অভিযোগ করেন। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ঘরগুলি ফাঁকা পড়ে থাকায় সমাজ-বিরোধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পুরসভা ঘরগুলি ভাড়া দিয়ে আয় বাড়াবার কথা শোনা গেলেও সে কাজেও ঢিলেমি লক্ষ্য করা যায়। রঘুনাথগঞ্জের রাস্তাঘাট বিশেষতঃ বাজার এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থার চরম অবনতি হলেও পুরসভা সে ব্যাপারে উদাসীন বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে মৃগাঙ্কবাবু জানান আমরা খুব শীঘ্র তুলসীবাড়ী থেকে ডোমপাড়া হয়ে সিনেমাহল পর্যন্ত এবং নানুবাবুর তেলমিল থেকে রামকৃষ্ণ পালের দোকানের সামনের রাস্তাটি বাজার পর্যন্ত সংস্কারের কাজে হাত লাগাচ্ছি। ঐ রাস্তাগুলির কাজ হলেও খোদ বাজার যে রাস্তায় বসে, পণ্ডিত বাড়ীর সামনে দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেটার কমিশনার ফঃ ব্লক থাকায় পুরপতি কায়দা করে ঐ অঞ্চলটিকে সংস্কারের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন কেন তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনারও অভিযোগ তোলেন। পুরসভার কিছু কিছু কাজ কমিশনারদের অজান্তেই বিনা টেণ্ডারে পুরপতি তাঁর পছন্দ মতো ঠিকাদারকে দিয়ে করানোর যে অভিযোগ কিছু কমিশনার করেন সে ব্যাপারে পুরপতি বলেন, পুর এলাকার ছোটখাটো কাজ করার ব্যাপারে কোন টেণ্ডার করা হয় না। তবে বড়সড় কাজে সমস্ত কমিশনারকে জানিয়ে বা টেণ্ডার করেই কাজ দেওয়া হয়। এ ছাড়া লালগোলা জিয়াগঞ্জ রাস্তায় একটা রাস্তা তৈরী কাজে পুরসভার রোলারটিকে স্থানীয় ঠিকাদার অলোক সাহা পুরসভার নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে ভাড়া নেন বলে অভিযোগ ওঠে। রোলার ভাড়া নেওয়ার পূর্বে দরখাস্ত করা বা টাকা নিয়মমাফিক উক্ত ঠিকাদার জমা দেননি। এক্ষেত্রে পুরপতি বলেন, ঐ ঠিকাদার এই পুরসভারই প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান। আমি ঐ ঠিকাদারের কাছ থেকে যে কোন সময় রোলারের টাকা আদায় করতে পারবো এই বিশ্বাসেই ঠিকাদারকে রোলার দিয়েছি। এছাড়া অলোকবাবু কাজ শুরুর পর থেকে কিছু কিছু করে টাকা জমা দিতে শুরু করেছেন বলেও পুরপতি জানান। পুরসভার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠেছে রঘুঃ-২ ব্লকের কাদিকোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পুরসভা নিজ খরচে সংস্কার কাজ করেছেন। সে বিদ্যালয়টি পুরসভার পরিচালনাধীন নয়, প্রাইমারী কাউন্সিলের পরিচালনাধীন। অথচ রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার পরিচালনাধীন ফাঁসিতলা পাঠশালার অবস্থা শোচনীয়, জেলা পরিষদের পরিচালনাধীন স্থানীয় নীলরতন কলোনীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ভেঙ্গে পড়েছে। এ ব্যাপারে পুরপতি মৃগাঙ্ক বলেন, কাদিকোলার ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পূর্বে পঞ্চায়েত এলাকায় থাকলেও বর্ত্তমানে পুরসভার ৮নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানে পুর এলাকারই ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে। বিদ্যালয়টির নাম কাদিকোলার নামে থাকলেও পূর্বতন বিদ্যালয় গৃহের জীর্ণ অবস্থার দরুণ সেটি বর্ত্তমানে পুরএলাকার মধ্যে উঠে এসেছে। তবে সেটি পুরসভার পরিচালনাধীন বিদ্যালয় না হলেও, যে অর্থে তার সংস্কার হয়েছে তা সরকারী অর্থ, প্রাইমারী কাউন্সিলও সরকারী সংস্থা। তাই পুরসভার অর্থে সেই বিদ্যালয়ের সংস্কারের ব্যাপারে পুরপতি কোন অন্যায় দেখেননি।

প্রেস বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় 'পাবলিক প্রেস' মেসিন ও যাবতীয় টাইপপত্রসহ বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগের স্থান—
পাবলিক মেডিকেল ষ্টোর্স
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ

বাড়ী তৈরীর জন্য জমি বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীতে বর্গক্ষেত্রাকার চার কাঠা নয়টি সুসজ্জিত ফলন্ত নারকেল গাছসহ জমি বিক্রি। জায়গার তিন পাশে রাস্তা। দুই কাঠা হিসাবে দুইজন অথবা একজন সম্পূর্ণ জায়গা ক্রয় করতে পারেন। যোগাযোগ করুন।

সুদর্শন হালদার, গোডাউন কলোনী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

অষ্টম অথবা এস, এফ পাশ যুবকযুবতীদের আমিন, পেন্টার, ওয়েল্ডার, TV, Tape, রেডিও, সিটমেটাল, ইলেকট্রিক, "নার্সিং ও হেলথ্" স্কুলভে ট্রেনিং ৬ মাসের ও ১ বৎসরের জন্য দেওয়া হচ্ছে। সত্বর যোগাযোগ করুন। আসন সীমিত।

সম্পাদক, শ্রীমা শিল্প নিকেতন
মাষ্টারপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
অন্নপূর্ণা ষ্টিল ফার্নিচার ইণ্ডাষ্ট্রি
চাউলপট্টি, রঘুনাথগঞ্জ

বিজ্ঞান মঞ্চের সভা

ফরাক্কা : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ রাজ্য কাউন্সিল সভা গত ৮ ও ৯ জুন ফরাক্কা কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ৫ জুন বিশ্বপরিবেশ দিবস উপলক্ষে ফিল্ড হোষ্টেল এবং ফরাক্কা ব্যারেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৯ জুন ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েসন সেন্টারে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন ব্যারেজ হাই স্কুলের শিক্ষক মানিকচন্দ্র রায়। একই সাথে 'পরিবেশ ও উন্নয়ন' বিষয়ে একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ বিজ্ঞানী তপন সাহা। অনুষ্ঠানে কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পঃ বঃ বিঃ মঞ্চের ফরাক্কা জোনের সম্পাদক সাধন মজুমদার। অনুষ্ঠানটি এলাকার মানুষের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগায়।

কো-অর্ডিনেশন ও ১২ই জুলাই কমিটির পাল্টা মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় হাসপাতালের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবীতে গত ৪ জুন জয়েন্ট কাউন্সিলের মিছিলের পাল্টা মিছিল গত ৬ ও ৭ জুন শহর পরিক্রমা করে। ৬ জুন কো-অর্ডিনেশনের তরফে হাসপাতালের ষ্টোরকীপার ও ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবী জানানো হয়। মিছিলে ষ্টোরকীপার কাশীরাম দাস যে সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁদের দেখা যায়। গত ৭ জুন ১২ই জুলাই কমিটিও একই দাবীতে মিছিল বার করে। গত ১০ জুন ১২ই জুলাই কমিটি, এসএফআই ও ডি ওয়াই এফ আই হাসপাতালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও হাসপাতালের সাম্প্রতিক ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবীতে এক ডেপুটেশন দেয়। অন্যদিকে প্রশাসন সূত্রে খবর হাসপাতালের ষ্টোরকীপার কাশীবাবু যে সব কো-অর্ডিনেশন ও সিপিএম কর্মীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন তাঁরা থানায় আত্মসমর্পণ করে জামিনে মুক্তি পান বলে জানা যায়।

আফিডেবিট

আমি শ্রীশান্তিশীল বাগ, পিতা ৺টিবু বাগ, গ্রাম—চৌগা, পোঃ সোনাবেদা, জেলা কোরাপুট (উড়িষ্যা) কাষ্টমসের একজন কর্মচারী। গত ইং ৩১-১-৯৫ তারিখে জঙ্গিপুর বিচার বিভাগীয় দ্বিতীয় আদালতে এক হলফনামা বলে আমার পূর্বলিখিত 'বাগ' পদবী পরিবর্তন করতঃ 'সিং' পদবী গ্রহণ করিয়াছি। এখন হইতে আমি ও আমার সন্তান-সন্ততিরা 'বাগের' স্থলে 'সিং' পদবী আখ্যায় ভূষিত হইতেছি।

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্তর হাজার টাকার চোরাই মাল আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৯ জুন সুতী থানার মালদাপাড়া ঘাটের ধার থেকে পুলিশ ৪৮ কুইঃ চিনি ও কয়েক বস্তা গোটা মটরদানা আটক করে। জিনিসগুলির আনুমানিক মূল্য ৭০ হাজার টাকা। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। মালগুলি বাংলাদেশে পাচারের জন্য পদ্মাপারে জমা করা হচ্ছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে পুলিশ ঐ এলাকায় কেরোসিন পাচারের অভিযোগে জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বলে খবর।

টালমাটাল অবস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যাহার করে নেয় (যার আশাই বেশী) তবে পুরবোর্ড সিপিএমের হাতছাড়া হচ্ছেই। কিন্তু উপর তলার চাপে যদি ফঃ ব্লক সমর্থন প্রত্যাহৃত না হয় সেক্ষেত্রে বোর্ড কোন ক্রমে টিকে থাকবে। এদিকে আরএসপির দাবী ফ্রন্টের নিয়মানুযায়ী তাঁদের উপ পুরপতির পদ দিতে হবে না হলে তাঁরা সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। আরএসপি সমর্থন প্রত্যাহার করলে অবস্থা দাঁড়াবে কংগ্রেস ৫, বিজেপি ৩ ও আরএসপি ২ মোট ১০। সেক্ষেত্রেও বোর্ড চলে যাবে সিপিএমের হাত থেকে। ৩নং ওয়ার্ডে সিপিএম জিতলে অবস্থা তাদের অনুকূলে থাকবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ফঃ ব্লক বা সমর্থিত নির্দল ২ জনের হাতেই থাকবে চাবিকাঠি। এই নিয়ে সিপিএম বোর্ড খুব চিন্তিত বলে জানা যায়। অন্যদিকে আরএসপি এবং ফঃ ব্লক উভয় দলই এই সুযোগ গ্রহণ করতে খুবই তৎপর বলে শোনা যাচ্ছে।

মৃত্যু নিয়ে শহরে চাঞ্চল্য (১ম পৃষ্ঠার পর)

হলে হাসপাতালে পোষ্টমর্টেমের জন্য মৃতদেহ পাঠানো হয়। ছেলেটি তার দাদার উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে গেছে যাতে তার বাড়ীতে থাকা হলুদ রংয়ের ফাইলে মৃত্যুর কারণ লেখা আছে বলে জানান হয়েছে। মৃতের মুখমণ্ডলের দুই জায়গায় আঘাতের চিহ্ন থাকায় এটিকে অনেকে রহস্যজনক মৃত্যু বলে সন্দেহ করছেন।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯